সংবাদ

2 8 SEP 2007

লোহাগাড়ায় ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে উঠছে কিন্ডারগার্টেন স্কুল

প্রতিনিধি, লোহাগাড়া (চট্টগ্রাম)

লোহাগাড়ায় বেসরকারি পর্যায়ে ব্যাঙের ছাতার মতো গড়ে উঠা কিন্ডারগার্টেনগুলোতে নিয়মনীতির বালাই নেই। সম্পূর্ণ ব্যবসায়িক ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে এই কিন্ডারগার্টেন স্কুলগুলো।

পাঠ্যতালিকা, পাঠদান, পরীক্ষা, ভর্তি ফি, মাসিক বেতন সম্পূর্ণ চলে ব্যবসায়িক স্বার্থের বিবেচনায়। এক শ্রেণীর শিক্ষিত অসাধু লোক অবাধে চালিয়ে যাচ্ছে এ ধরনের গলাকাটা ব্যবসা।

বিভিন্ন স্টেশন এলাকায় বাড়িভাড়া নিয়ে বিশাল সাইনবোর্ড ও ব্যানার ঝুলিয়ে রঙ-বেরঙের প্রচারপত্র বিলি করে কৃত্রিমভাবে আকর্ষণীয় করে তোলা হয় অভিভাবকদের কাছে। পত্র-পত্রিকায় দেয়া হয় মন ভোলানো বিজ্ঞাপন। এ জাতীয় কেজি স্কুলগুলো নামকরা বিভিন্ন স্কুল ও কলেজে ভর্তি করানোর একশভাগ নিশ্চয়তা ও দিয়ে থাকে। শহর-গ্রাম ছোটখাট হাটবাজারসহ যেকোন স্টেশন এলাকায় তাকালেই এজাতীয় স্কুল চোখে পড়ে।

কিন্ডারগার্টেন স্কুল রেজিস্ট্রেশন বিধিমালা ১৯৯৯ অনুযায়ী নির্ধারিত ফি-সহ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন করতে হবে। ১ হাজার ৫০০টাকা রেজিস্ট্রেশন ফি কোন সরকারি ট্রেজারি বা বাংলাদেশ ব্যাংকের শাখায় ৩-২৫৫০-২৫৩১-১৮৫১ খাতে জমা দিয়ে চালানের কপি আবেদনপত্রের সঙ্গে জমা দিতে হয়।

শূন্য দশমিক ৩৩ একর জমি, ১ হাজার ৫০ ফুট আয়তনের ভবন, প্রয়োজনীয় সংখ্যক যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষক, তহবিল মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যপুস্তক, কোন শ্রেণীতে ৬০ জনের বেশি ছাত্রছাত্রী না থাকা, লাইব্রেরিতে কমপক্ষে ৫০০ বইসহ সার্বিক পরিবেশগত পূর্ণতা থাকলে স্কুলটি রেজিস্ট্রেশনের অনুমোদন যোগ্য হতে পারে।

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে দেখা যাচ্ছে, শতকরা একটির ও কোন রেজিস্ট্রেশন নেই। ফলে অনেক এলাকায় পাশাপাশি একাধিক কিন্ডারগার্টেন স্কুল গড়ে উঠেছে। ব্যাপকহারে কিন্ডারগার্টেন স্কুল প্রতিষ্ঠার বিষয় নিয়ে লোহাগাড়া উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসারের সঙ্গে আলাপ করলে তিনি বলেন অতিসত্তর এ জাতীয় প্রতিষ্ঠানগুলোকে রেজিস্ট্রেশনের আওতায় আনা হবে।